ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী,
পঞ্চদশ সংখ্যা
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম ও কর্মচারীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নঃ একটি পর্যালোচনা

এস এম জোবায়ের এনামুল করিম*

Functions of the Government Employees Welfare Directorate and Socio-Economic Development of the Employees: An Overview.

SM Zobayer Enamul Karim.

ABSTRACT: The initiation of this article is to inform the concerned persons about the welfare progrmmes undertaken and being implementd for the socio-economic development of the officers/employees and their family members by Government Employee Welfare Directorate & Board of Trustees under the scheme of Benevolent and Group Insurance Fund for Government and Autonomous Bodies. Government Employee Welfare Directorate administers group based socio-economic programmes for the employees. The programmes aim to establish club/community centres and to extend financial assistance for these activities, to run women technical training centre and day care child centre, to develop physical exercise/sports and to arrange annual sports competition, to establish recreation centre, to extend finanical support for meeting the costly medical expenses both incountry and outside the country and to run funancial assistance programmes for the retired Govt. employees. Besides, under the scheme of funcancial assistance programmes–educational stipend, medical assistance, funancial help, staff bus project for the government employees are also arranged. This article highlihgts the organization structure of Board ofTrustees, Government and Autonomous Bodies – Employees Welfare and Group Insurance Directorate.

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব । পারস্পারিক সহানুভূতি, স্নেহ, দয়া-মায়া, সমবেদনা প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলী মানুষকে একত্রে বসবাসের অনুপ্রেরণা যোগায়। এ অনুপ্রেরণা থেকেই কল্যাণধর্মী পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ সাধিত হয়। মানুষের এ সহজাত ও স্বাভাবিক মমত্ববোধ তাকে অপরের বিপদে আপদে, দুঃখ-দুর্দশায় সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। মূলতঃ পৃথিবীর ইতিহাস যত পুরাতন, মানব কল্যাণের ধারণাও তত পুরাতন। সকল ধর্মেরই অন্যতম উদ্দেশ্য সৃষ্টি জীবের কল্যাণ সাধন । ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ধর্মীয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ বঞ্চিত, অসহায়, অবহেলিত, দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করত। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র হিসাবে পরবর্তিতে আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সর্বজনবিদিত । পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড , সুইডেন নরওয়ে ও জাপান তাদের প্রায় সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশও তার সীমিত সামর্থের মধ্যে এ প্রচেষ্টায় শরীক হওয়ার চেষ্টা করছে।

---

* সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, বিপিএটিসি।

দারিদ্র, বেকারত্ব, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা ও উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঐতিহ্য নিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশসমূহের অন্যতম হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে চিহ্নিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ দেশের ১২ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৬০ জন বর্তমানে দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করছে (Task Fonce 1990:104)। সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য সরকার নিরলসভাবে প্রচষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; এতোদুদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহারের পাশাপাশি সম্মিলিত জাতিসংঘের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ও বিভিন্ন দাতা দেশ ও সংস্থা থেকে অনুদান ও ঋণ গ্রহণ করে তা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশী ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যেমে শিল্পায়ন তরান্বিত এবং বেকারত্ব দূরীকরণ ও মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির ও দারিদ্র দূরীকরণের প্রচেষ্টা সরকার অব্যাহত রাখছে। কিন্তু সমস্যার ব্যাপকতা এত গভীর যে, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে এ প্রচেষ্টার ফলাফল এখনও আশানুরূপ পর্যায়ে উন্নীত হয়নি।

প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের সেবা ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং জনজীবনে শৃংখলা বজায় রাখার জন্য এদেশে রয়েছে একটি সুশৃংখল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাহিনী। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা-১০ লক্ষ (GOB, 1999)। এরা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১% (কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রেণীভিত্তিক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট 'ক' এ দেয়া হলো)। দেশের প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে সরকার যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করছে। এ দেশের স্বাধীনতার পর সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে গোষ্ঠিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কাযক্রম, মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচী, দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র, চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য, পরিবহন সুবিধা, কল্যাণ ভাতা ও যৌথ বীমার ব্যবস্থা অন্যতম। এর ফলে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ উপকৃত হচ্ছেন।

সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর ও বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিল বিভিন্ন

কল্যাণ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এ সকল কর্মসূচী কর্মচারীদের কল্যাণে যে ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার জন্য এ প্রবন্ধে অবতারণা করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল এর বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা, কর্মসূচীগুলির সমস্যাসমূহ সম্পর্কে এ প্রবন্ধে কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে।

এ প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন অধ্যাদেশ, বিধিমালা, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, পরিপত্র, বিভিন্ন প্রতিবেদন ইত্যাদির সহায়তা নেয়া হয়েছে। এছাড়া সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর ও বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিলের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর কী কী কার্যক্রম/কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং এগুলোর সম্প্রসারণসহ আরো নতুন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় পর্যালোচনা করার জন্য এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতামত ও লেখকের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা সংকলনের মাধ্যমে প্রবন্ধটি সম্পন্ন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ লেখাটি কেন্দ্রে চলমান বুনিয়াদী কোর্স ও অন্যান্য কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের জন্য খুবই উপযোগী হবে বলে আশা করা যায়।

সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের ক্রমবিকাশ

সরকারী কর্মচারীগণ সমাজেরই অংশ বিশেষ। বাংলাদেশে প্রায় দশ লক্ষ সরকারী কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ নিয়ে একটা বৃহৎ অংশ সমস্যাগ্রস্ত হলে গোটা সরকার তথা সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা সমস্যাগ্রস্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম বাধা প্রাপ্ত হবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে সরকারী কর্মচারীদের কল্যাণের মানসে সমাজে কল্যাণের দর্শানুনযায়ী আধুনিক বিশ্বের ন্যায় বিভিন্ন কল্যাণ কর্মসূচী চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

স্বাধীনতার পূর্বে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তার কর্মচারীদের জন্য পঞ্চাশের দশকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুটো আঞ্চলিক কল্যাণ অফিস স্থাপন করে। এ দুটো আঞ্চলিক কার্যলয়ের মাধ্যমে সীমিত কর্মসূচীর দ্বারা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছিল। ১৯৬২ সালে

প্রাদেশিক সরকার সচিবালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের কল্যাণে কর্মসূচী চালুকল্পে এক আদেশ জারি করে কল্যাণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। প্রাদেশিক সরকারের এস, এন্ড, জি এ ডিপার্টমেন্টের অধীনে এ কার্যক্রম পরিচালিত হতো।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কল্যাণ কার্যক্রমকে একীভূত করে সরকার মন্ত্রী পরিষদ সবিচালয়ের সংস্থাপন বিভাগের অধীনে "সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সংস্থা" গঠন করে। স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারীদের কল্যাণ কর্মসূচী এ সংস্থার মাধ্যমে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। কল্যাণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ছিল অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ। সীমিত আকারের কর্মসূচী সময়ের চাহিদানুযায়ী সমস্যাগ্রস্ত কর্মচারীদের জন্য অপর্যাপ্ত বলে অনুভূত হবার কারণে সরকারী কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও চিত্তবিনোদন, শিক্ষা- চিকিৎসা এবং ষ্টাফ বাস স্কীমের ন্যায় কল্যাণ কর্মসূচীসহ নতুন নতুন কর্মসূচী চালুর মাধ্যমে কল্যাণ কার্যক্রম ব্যাপক ভিত্তিক করার জন্য সরকার ১৯৭৯ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে "সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর" নামে পূর্ণাঙ্গ পরিদপ্তর সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে এ পরিদপ্তরের মাধ্যেমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে সরকারী রাজস্ব বাজেটে নতুন নতুন কল্যাণ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল সংক্রান্ত ট্রাষ্ট্রি বোর্ডের ক্রমবিকাশ

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারকে ধারাবাহিকভাবে মাসিক কল্যাণ ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে পূর্ব পাকিস্তান সরকারী কর্মচারী কল্যাণ অধ্যাদেশ, ১৯৬৮(১৯৬৮ সালের অধ্যাদেশ নং -৩)এবং কোন কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে মৃত কর্মচারীর পরিবারকে এককালীন যৌথবীমার টাকা সাহায্য প্রদানের বিধান করে পূর্ব পাকিস্তান সরকারী কর্মচারী যৌথবীমা অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের অধ্যাদেশ নং - ১১) জারী করা হয়।

একইভাবে তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী ও কতিপয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের জন্য ধারাবাহিকভাবে মাসিক কল্যাণ ভাতা এবং এককালীন যৌথবীমার সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা সম্বলিত কেন্দ্রীয় কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা আইন,

১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের আইন নং ২) জারী করে। উল্লেখিত ৩ (তিন)টি আইনের ভিত্তিতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। উক্ত তিনটি বোর্ড স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করা হত। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী ও তাদের পরিবারের জন্য প্রবর্তিত সুযোগ-সুবিধা এবং চাঁদা ও প্রিমিয়ামের হার বিভিন্ন থাকায় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য একই রকমের সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তন এবং একই হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কিন্তু এর সাথে আইনগত জটিলতা ও আর্থিক বিষয় জড়িত থাকার কারণে ঐ বিষয়সমূহ পরীক্ষা করে একটি সমন্বিত আইন প্রণয়নে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি বোর্ড ২৪-১১-৮২ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্নভাবে কার্যপরিচালনা করে। সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনার্থে তিনটি ভিন্ন বোর্ডের স্থলে এককেন্দ্রিকভাবে কার্য পরিচালনার জন্য ২৫-১১-৮২ হতে সকল শ্রেণীর সরকারী ও কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও র্কমচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য একইরূপ সুবিধা প্রবর্তন করে উল্লেখিত ৩টি বোর্ডকে একীভূত করে সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিল অধ্যাদেশ, ১৯৮২(১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ নং-৩৯) জারী করা হয়। এ অধ্যাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এস, আর, ও নং-৪২৩/এল/৮২, তারিখ ১৫-১২-১৯৮২ এর মাধ্যমে ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশটি ২৫-১১-৮২ হতে কার্যকর করা হয়। এস, আর,ও নং - ৩৯৬- এল/৮২ তারিখ ২৫-১১-৮২ এর মাধ্যমে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিল নামে একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ বোর্ড পূর্বে উল্লেখিত ৩টি ভিন্ন বোর্ডের স্থলাভিষিক্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বোর্ডের আওতায় প্রজাতন্ত্রের অধীন সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে গণ্য।

সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

সরকারী কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনসহ বিভিন্ন প্রকার কল্যাণমূলক সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়। এই পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা এবং বরিশালে ৫টি অফিস রয়েছে। সিলেট

বিভাগে এখনো এ পরিদপ্তরের অফিস স্থাপন করা হয়নি। চট্টগ্রামে বিভাগীয় অফিসের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের কল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে রাজস্ব খাতে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে যথাক্রমে ১০৭টি এবং ৪২টি পদ রয়েছে।

কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কল্যাণ কমিটি

সরকারী কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের রাজস্ব বাজেটে প্রতি বছর আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করা হয়। অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা একটি কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল পরিচালনার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রাণালয়ের সচিব এর সভাপতিত্বে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কমিটি রয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়েও কল্যাণে তহবিল কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষাবৃত্তি ও চিকিৎসা সাহায্য উপ-কমিটি রয়েছে। এ সকল কমিটি গঠন প্রণালী পরিশিষ্ট-খ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম

(ক) গোষ্ঠি ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কার্যাবলী

১। ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা ঃ

সরকারী কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা ঢাকা শহরের বিভিন্ন সরকারী আবাসিক এলাকায় ১৬টি স্থায়ী কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার বেইলী রোডে অবস্থিত অফিসার্স ক্লাব স্থাপনে সরকার আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে। বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনায়ও একই ধরনের কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা শহরে ৫টি এবং বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ-এ একটি করে আরো ৮টি নতুন কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনের একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। কমিউনিটি সেন্টারগুলোতে নিম্নবর্ণিত সুযোগ সুবিধাদি প্রদান করা হয়ঃ

(১)সরকারী কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপে সহযোগিতা প্রদান।

(২) মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ দান ও লাইব্রেরীতে পাঠ্য পুস্তকসহ বিভিন্ন বই পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(৩) কমিউনিটি সেন্টারের হলরুম বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার।

২। মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আত্ম-কর্মসংস্থান করে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সহায়তার জন্য সরকারী কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল মহিলা সম্প্রদায় তথা স্ত্রী-কন্যাগণকে তাদের পরিবারিক কাজের অবসরে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল মহিলাদের কাপড় সেলাই, কাটা-ছাটা, বুনন, ফুলতোলা, টাইপিং (বাংলা ও ইংরেজী) ও শর্টহ্যান্ড নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলাই এ কার্যক্রমের মূল্য উদ্দেশ্যে।

৩। দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র

সরকারী মহিলা কর্মচারীগণ তাদের ০২ হতে ০৫ বছর বয়সের সন্তানের নিরাপদ স্থানে রেখে যাতে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সে জন্য সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রাণাধীনে ঢাকার বাংলাদেশ সচিবালয় সংলগ্ন এলাকায় ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৪। শরীরচর্চা/খেলাধুলার উন্নয়ন ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন

সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর কর্মচারীদের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় শিশু পার্ক ও খেলার মাঠ নির্মাণ করে কর্মচারী ও তাদের ছেলে-মেয়েদের শরীরচর্চা ও খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারে অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা (ইনডোর গেম্‌স) যেমন ক্যারাম, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। ঢাকার অফিসার্স ক্লাবে একটি সুইমিং পুলও স্থাপন করা হয়েছে। ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারগুলিকে এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি বছর আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

সরকারী কর্মচারী ও তাদের ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখার লক্ষ্যে প্রতিবছর মহানগরী ঢাকা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতার দেশের সকল জেলা থেকে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। এতে প্রতিযোগীদের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন ছাড়াও তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসহ উদ্দীপনা ও প্রাণ চাঞ্চ্যল্যের সৃষ্টি হয়। প্রতিযোগিতার

বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদানের পাশাপাশি প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ক্রীড়া পোষাক সরবরাহ করা হয়।

৫। অবসর বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন

বিশ্রাম মানুষের কাজের গতিকে তরান্বিত করে। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কঠোর পরিশ্রমের পর ক্লান্তি অবসাদ দূর করে মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য সাপ্তাহিক বা অন্যান্য ছুটির দিনে কর্মস্থানের বাইরে কোথাও গমন করে সময় কাটানো বা অবসর গ্রহণের জন্য কর্মস্থল থেকে কোথাও গিয়ে বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমানে ঢাকা বা অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলা শহরে অবসর বিনোদনের সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। এছাড়া শুধু মাত্র সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য কোন বিনোদন কেন্দ্র নেই বললেই চলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা এবং বনভোজন ও অন্যান্য বিনোদমূলক ক্রীড়ার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুরে ৩.৩৫ একর জমির উপর একটি অবসর বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এই কেন্দ্রকে অর্থনৈতিক দিকে থেকে স্বাবলম্বী করার জন্য একটি নার্সারী কাম- ফলের বাগান প্রতিষ্ঠা ও একটি লেক খনন করে তাতে মাচ চাষের ব্যবস্থা করা হবে। একই উদ্দেশ্যে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত নিকটবর্তী স্থানে ২ একর জমির উপর একটি অবসর বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এ প্রসংঙ্গে উল্লেখ্য যে, গোষ্ঠি বিভিক্ত কল্যাণ কর্মসূচী যেমন- ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টার, মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খেলাধুলা উন্নয়ন, ইত্যাদি পরিচালনার জন্য সরকার প্রতি বছর রাজস্ব খাতে অনুদান বরাদ্দ করে থাকে।

৬। দেশ-বিদেশে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য

কোন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী অথবা তাদের স্ত্রী/স্বামী বা সন্তান জটিল রোগ যেমন, ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, কিডনী রোগ, যক্ষা, হৃদরোগ, পক্ষাঘাত এবং কৃত্রিম অংগ সংযোজন ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে পড়লে এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য অনেক সময় বিদেশে উন্নতমানের চিকিৎসা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের জটিল রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা দেশে থাকলেও তা খুবই ব্যয়বহুল। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পক্ষে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এসব জটিল রোগের চিকিৎসা করানো সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় তাদেরকে আর্থিক সহায়তা করার জন্য সরকার "দেশে- বিদেশে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল"

নামে একটি সাহায্য তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ উদ্দেশ্য ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে ৩ (তিন) কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটেও এ খাতে একই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এ তহবিল থেকে একজন আবেদনকারীকে রোগের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী সর্বোর্চ্চ ১(এক) লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। সরকারী কর্মচারীদের কল্যাণের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচীকে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা যায়।

৭। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম

দীর্ঘদিন সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত থাকার পর অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা /কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে সরকার খুবই আগ্রহী। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের কল্যাণার্থে গঠিত "অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি"- এর বহুমুখী কল্যাণ প্রকল্পের জন্য প্রতি বছর সরকারী রাজস্ব বাজেটে অনুদান বরাদ্দ করা হয়। এ অনুদানের অর্থ দ্বারা সমিতি ঢাকা শহর ও জেলা পর্যায়ে শাখা সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা করে। সমিতির প্রধান কর্মকান্ডের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য মেডিকেয়ার সেন্টার স্থাপন, আয়বর্ধক প্রকল্প হিসেবে বহুতলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ, বয়স্কদের জন্য ক্রীড়া ও খেলাধুলার ব্যবস্থা, সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচী, শিক্ষাবৃত্তি, আর্থিক অনুদান ও পাঠাগার পরিচালনা ইত্যাদি অন্যতম।

(খ) আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম

১। শিক্ষা বৃত্তি

নিম্ন বেতনভুক্ত সরকারী কর্মচারীগণ তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় মিটাতে আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হন। এ আর্থিক সমস্যা লাঘবের জন্য ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা খাতে বৃত্তি প্রদানের জন্য সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরে একটি কার্যক্রম চালু রয়েছে। ১৯৭৮ সালে সরকারী রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত ১.০০(এক) কোটি টাকার অনুদানের অর্থে এ উদ্দেশ্যে একটি আবর্তক তহবিল গঠন করা হয়। শিক্ষাবৃত্তি লাভের জন্য সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে অধিক সংখ্যায় আবেদনপত্র পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ খাতে প্রতি বছর বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ করছে।

ডাক, তার ও টেলিফোন, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বি,ডি আর ও পুলিশ বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারীগণ ব্যতীত বেসামরিক হিসাব হতে বেতন গ্রহণকারী সকল নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারী তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি

পাওয়ার যোগ্য । একজন কর্মচারীকে অনধিক দুটি সন্তানের জন্য শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হয়। শিক্ষাবৃত্তি লাভের জন্য সরকারী কর্মচারীদেরকে প্রতি বছর নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের ফরম বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের সকল অফিস ও সকল জেলা প্রশাসকের অফিসে এ ফরম পাওয়া যায়। প্রতি বছরের শুরুতে সরকারী বিজ্ঞপ্তি, হ্যান্ডআউট, সংবাদপত্র ও রেডিও টেলিভিশনে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তির জন্য আবেদনপত্র আহবান করা হয়। ঢাকা মহানগরীতে কর্মরত কর্মচারীদের আবেদনপত্রসমূহ সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ও অন্যান্য স্থানে কর্মরত কর্মচারীদের আবেদনপত্র পরিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসে গ্রহণ করা হয়। কর্মচারীদের কাছ থেকে শিক্ষাবৃত্তির আবেদন ও বৃত্তি প্রদানের বিষয় বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবৃত্তি নির্বাচনী কমিটি ও আঞ্চলিক শিক্ষাবৃত্তি নির্বাচনী কমিটি রয়েছে।

২। চিকিৎসা সাহায্য

নন - গেজেটেড সরকারী কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার ব্যয় মিটানোর জন্য আর্থিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্য ১৯৭৮ সনে একটি চিকিৎসা সাহায্য তহবিল চালু করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এবং তার পরিবারের সদস্য যারা তার সাথে একত্রে বসাবাস করেন এবং তার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল শুধুমাত্র তারাই এ তহবিল হতে সাহায্য পেতে পারেন। এ সাহায্য লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরের মাধ্যমে চিকিৎসকের প্রত্যায়নপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়। আবেদনকারীকে সর্বোচ্চ ২,০০০/- টাকা মঞ্জুর করা যায় । এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কল্যাণ তহবিল হতে সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় তা থেকে এ চিকিৎসা সাহায্য সম্পূর্ণ আলাদা।

৩। মৃত কর্মচারীদের দাফন-কাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য

কোন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্য দীর্ঘদদিন রোগ ভোগ, দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে মৃত্যুবরণ করলে তার দাফন-কাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর কর্তৃক আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী যে স্থানে কর্মরত তথায় দাফন-কাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ৩,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ কর্মস্থলের বাহিরে পরিবহনের জন্য পরিবহন ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত ২,০০০/ - টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

৪। সরকারী কর্মচারীদের পরিবহনের জন্য ষ্টাফ বাস প্রকল্প

সময়মত অফিসে আগমন ও পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধার মধ্যে একটি ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। সীমিত আয়ের সরকারী কর্মচারীগণ দূরদূরান্ত এলাকা থেকে অফিসে সময়মত যাতায়াতে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। ফলে স্বল্প ভাড়ায় সরকারী কর্মচারীদের সময়মত অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য "বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী কল্যাণ কমিটি" এর ০২-০৫-১৯৭৪ ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭৪ সালে ১টি বাস দ্বারা ষ্টাফ বাস সার্ভিস চালু করা হয়। পরবর্তীতে ষ্টাফ বাস স্কীমের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও স্কীমটি সম্প্রসারণের জন্য সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রায় প্রতি বৎসর রাজস্ব বাজেটে নতুন বাস ক্রয়ের জন্য অনুদান বরাদ্দ করে এবং এ অনুদানের টাকায় নতুন বাস ক্রয় করা হয়। ষ্টাফ বাস স্কীমের যানবাহনের সংখ্যা বর্তমানে ৪৬-এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে ৩৮টি বাস ও ৫টি মিনিবাস), চট্রগ্রামে বিভাগীয় সদরে ৩টি, রাজশাহী বিভাগীয় সদরে ২টি, খুলনা বিভাগীয় সদরে ১টি, বরিশাল সদরে ১টি ও রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় ১টিসহ মোট ৪৬টি বাস রয়েছে। ষ্টাফ বাস ব্যবহারকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে নামমাত্র ভাড়া অথ্যার্ৎ বড় বাস প্রতি মাইল .১৫ টাকা ও মিনিবাস প্রতিমাইল .৩০ টাকা হিসেবে আদায় করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে ষ্টাফ বাসে যাতায়াতকারী কর্মচারীদের নিকট হতে ভাড়া বাবদ ২১,৪২,৮৬০/-(একুশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশত ষাট) টাকা আদায় হয়েছে। প্রধান কার্যলয়সহ বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালিত ষ্টাফ বাসের রুট সংখ্যা ৬৩টি। ঢাকা প্রধান কার্যলয়সহ বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালিত ষ্টাফ বাসের যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫,৫০০ জন । এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ঢাকা শহরের জনসংখ্যার চাপ হ্রাসকল্পে শহরতলীর বিভিন্ন এলাকা-যেমন গাজীপুর, ধামরাই, সাভার, মানিকগঞ্জ, টংগী, নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা, সোনারগাঁও ও নরসিংদিতে এ ষ্টাফ বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আরোও উল্লেখ্য যে, সরকারী বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী সভায় ও সেমিনারে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারী যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ সচিবালয় হতে শেরে বাংলা নগরস্থ পরিকল্পনা কমিশন ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পর্যন্ত ৩০টি আসন বিশিষ্ট ১টি মিনিবাস দ্বারা বিনা ভাড়া 'সাটল সার্ভিস' চালু করা হয়েছে। মিনিবাসটি দৈনিক নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী ৪ বার যাওয়া আসা করে থাকে। এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটি বা অন্যান্য সরকারী ছুটির দিনে ষ্টাফ বাসগুলিকে ভাড়া দেয়া হয়। এতে প্রকল্পটির আয় বৃদ্ধি হয়। ষ্টাফ বাস স্কীমটি পরিচালনার জন্য

ডিপ্লোমাধারী পরিবহন অফিসার, সুপারভাইজার, গাড়ী চালক, ষ্টোরকিপার, সহকারী কাম- মুদ্রাক্ষরিক, মেকানিক, টাইম-কিপার, টিকেট চেকার, হেলপার, দারোয়ান এর মোট ১০৭ টি পদ রয়েছে।

বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল এর সাংগঠনিক কাঠামো

সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল, অধ্যাদেশ ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ৩৯নং অধ্যাদেশ) এর বিধান অনুযায়ী গঠিত "সরকারী স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল" পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ রয়েছে। এ বোর্ডের গঠন প্রণালী নিম্নরূপঃ

(১) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
(২) সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪) যুগ্ম-সচিব (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫) হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ, ঢাকা	সদস্য
(৬) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ	সদস্য
(৭) উপ-সচিব (সচিবালয় ও কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮) পরিচালক, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর	সদস্য-সচিব

বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ এর অধীনে সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারী "কল্যাণ তহবিল" ও যৌথ বীমা তহবিল নামে দুটি তহবিল দুটির তহবিল আছে। কার্যক্রম আলাদা ভাবে পারিচালিত হয়।

কল্যাণ তহবিল কার্যক্রম

ক) তহবিল গঠন

সকল সরকারী ও ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার তালিকা, পরিশিষ্ট-গ এ দেখা যেতে পারে) ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ নং-৩৯) এর বিধান অনুযায়ী একটি কল্যাণ

তহবিল রয়েছে। এ তহবিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবমিা তহবিল বিধিমালা, ১৯৮২ প্রণয়ন করা হয়েছে। অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ১৯৮২ সাল থেকে সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাছে থেকে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা হিসেবে মাসিক বেতনের এক শতাংশ সর্বোচ্চ ২০/- (বিশ টাকা) টাকা কর্তন করা হত। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বেতন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৮৭ সাল থেকে উল্লেখিত অধ্যাদেশ সংশোধন করে চাঁদা ৪০/- (চল্লিশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে মাসিক কল্যাণ ভাতার হার এবং সময় সীমাও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

খ) চাঁদা আদায় ও সংরক্ষণ

সরকারী কর্মচারীদের মাসিক বেতন থেকে আদায়কৃত কল্যাণ তহবিলের চাঁদার হিসাব সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিস মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রেরণ করে। মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রক প্রতি মাসে হিসাব রক্ষণ অফিসসমূহ থেকে প্রাপ্ত চাঁদার অর্থ একত্রিত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক, রমনা শাখায় রক্ষিত কল্যাণ তহবিলের হিসাবে জমা দিয়ে থাকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীর বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাঁদা সংশ্লিষ্ট অর্থ নিয়ন্ত্রক কর্তৃক কল্যাণ তহবিলের অনুকূলে চেকের মাধ্যমে জমা দেয়া হয়। কল্যাণ তহবিলের আওতাভুক্ত ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা / কর্মচারীদের চাঁদা তাদের বেতন থেকে যথারীতি কর্তন করে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে কল্যাণ তহবিল অফিসে প্রেরণ করা হয় বা পরবর্তী সোনালী ব্যাংকে রক্ষিত হিসাবে জমা দেয়া হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারী চাঁদা ব্যতীত সরকার কর্তৃক ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর পর্যন্ত তহবিলের অনুকূলে প্রতি বছর ৩ (তিন লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হতো। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছর থেকে কল্যাণ তহবিলের অনুকূলে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে না।

কল্যাণ তহবিল থেকে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাসমূহ

(ক) মাসিক কল্যাণ ভাতা

কোন কর্মকর্তা /কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় অথবা অবসর গ্রহণের পর অনধিক ১০ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে ধারাবাহিকভাবে প্রতি মাসে সর্বনিম্ন ২০০/- থেকে সর্বোচ্চ ১০০০/- হারে ১৫ বছর অথবা মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বয়স যে তারিখে ৬৭ বছর পূর্ণ হয় ঐ তারিখ পর্যন্ত কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতা জনিত কারণে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করলে অথবা অপসারিত হলে উক্ত

কর্মকর্তা/কর্মচারীকেও একই নিয়মে কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়। মাসিক কল্যাণ ভাতার হার হিসাব নিম্ন সারণীতে দেয়া হলো।

খ) চিকিৎসা ও অন্যান্য আর্থিক সংকটে সহায়তা

কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা তার পরিবারের কোন সদস্য জটিল বা দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা ব্যয় মিটানোর জন্য বা অন্য কোন কারণে চরম আর্থিক সংকটে পতিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তার মূলবেতনের কল্যাণ তহবিল থেকে সাহায্য হিসাবে প্রদান করা হয়। প্রতি আর্থিক বছরে একবার করে এ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

গ) কন্যার বিবাহে আর্থিক সাহায্য

নিম্ন বেতনভুক্ত সরকারী কর্মচারীগণ তাদের কন্যার বিবাহ প্রদানের সময় সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা ও অন্যান্য ব্যয় মিটানোর ক্ষেত্রে বিশেষ আর্থিক সংকটে পতিত হন। তাদেরকে সহায়তা প্রদান করার জন্য কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য হিসেবে প্রতি কন্যার বিবাহের জন্য ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হয়। সবোর্চ্চ মাসিক ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা মূলবেতন গ্রহণকারী কর্মচারীকে অনধিক দুই কন্যার বিবাহের জন্য এ সাহায্য দেয়া হয় । বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের ২৯-৬-৯৬ তারিখের সভায় মাসিক ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত বেতন গ্রহণকারীদেরকেও কন্যার বিবাহে সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঘ) শিক্ষাবৃত্তি

কোন কর্মকর্তা /কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে অথবা দৈহিক বা মানসিক কারণে অক্ষমতাহেতু চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করলে অথবা অপসারিত হলে অথবা স্বাভাবিক অবসর গ্রহণ করলে ঐ কর্মকর্তা/কর্মচারীর মৃত্যু, অপসারণ বা অবসর গ্রহণের ১০(দশ) বছর অর্থ্যাৎ তার বয়স যে দিন ৬৭ বছর পূর্ণ হবে /হতো সে সময় পর্যন্ত তাদের অনধিক ২টি সন্তানের লেখা পড়ার জন্য কল্যাণ তহবিল থেকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। নবম শ্রেণী হতে উপরের সকল শিক্ষা কোর্সের জন্য মাসিক ৭৫/- (পঁচাত্তর টাকা) হতে সর্বোচ্চ ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা) হারে এ বৃত্তি এককালিন মঞ্জুর করা হয়।

ধারাবাহিক কল্যাণ ভাতার হার (১৪-৫-১৯৮৭ হতে কার্যকরী)।

মূল বেতন	কল্যাণ ভাতার মাসিক হার (টাকা)
যার বেতন টাকা ৭০০ এর বেশী নহে	২০০/-
	২২৫/-
যার বেতন টাকা ৮০০ এর বেশী কিন্তু ৯০০ এর বেশী নয়	২৫০/-
যার বেতন টাকা ৯০০ এর বেশী কিন্তু ১০০০ এর বেশী নয়	২৭৫/-
যার বেতন টাকা ১০০০ এর বেশী কিন্তু ১১০০এর বেশী নয়	৩০০/-
যার বেতন টাকা ১১০০ এর বেশী কিন্তু ১২০০ এর বেশী নয়	৩২৫/-
যার বেতন টাকা ১২০০ এর বেশী কিন্তু ১৩০০ এর বেশী নয়	৩৫০/-
যার বেতন টাকা ১৩০০ এর বেশী কিন্তু ১৪০০ এর বেশী নয়	৩৭৫/-
যার বেতন টাকা ১৪০০ এর বেশী কিন্তু ১৫০০ এর বেশী নয়	৪০০/-
যার বেতন টাকা ১৫০০ এর বেশী কিন্তু ১৬০০এর বেশী নয়	৪২৫/-
যার বেতন টাকা ১৬০০ এর বেশী কিন্তু ১৭০০ এর বেশী নয়	৪৫০/-
যার বেতন টাকা ১৭০০ এর বেশী কিন্তু ১৮০০ এর বেশী নয়	৪৭৫/-
যার বেতন টাকা ১৮০০ এর বেশী কিন্তু ১৯০০ এর বেশী নয়	৫০০/-
যার বেতন টাকা ১৯০০ এর বেশী কিন্তু ২০০০ এর বেশী নয়	৫২৫/-
যার বেতন টাকা ২০০০ এর বেশী কিন্তু ২১০০ এর বেশী নয়	৫৫০/-
যার বেতন টাকা ২১০০ এর বেশী কিন্তু ২২০০ এর বেশী নয়	৫৭৫/-
যার বেতন টাকা ২২০০ এর বেশী কিন্তু ২৩০০ এর বেশী নয়	৬০০/-
যার বেতন টাকা ২৩০০ এর বেশী কিন্তু ২৪০০ এর বেশী নয়	৬২৫/-
যার বেতন টাকা ২৪০০ এর বেশী কিন্তু ২৫০০ এর বেশী নয়	৬৫০/-
যার বেতন টাকা ২৫০০ এর বেশী কিন্তু ২৬০০ এর বেশী নয়	৬৭৫/-
যার বেতন টাকা ২৬০০ এর বেশী কিন্তু ২৭০০ এর বেশী নয়	৭০০/-
যার বেতন টাকা ২৭০০ এর বেশী কিন্তু ২৮০০ এর বেশী নয়	৭২৫/-
যার বেতন টাকা ২৮০০ এর বেশী কিন্তু ২৯০০ এর বেশী নয়	৭৫০/-
যার বেতন টাকা ২৯০০ এর বেশী কিন্তু ৩০০০ এর বেশী নয়	৭৭৫/-
যার বেতন টাকা ৩০০০ এর বেশী কিন্তু ৩১০০ এর বেশী নয়	৮০০/-
যার বেতন টাকা ৩১০০ এর বেশী কিন্তু ৩২০০ এর বেশী নয়	৮২৫/-
যার বেতন টাকা ৩২০০ এর বেশী কিন্তু ৩৩০০ এর বেশী নয়	৮৫০/-
যার বেতন টাকা ৩৩০০ এর বেশী কিন্তু ৩৪০০ এর বেশী নয়	৮৭৫/-
যার বেতন টাকা ৩৪০০ এর বেশী কিন্তু ৩৫০০ এর বেশী নয়	৯০০/-
যার বেতন টাকা ৩৫০০ এর বেশী কিন্তু ৩৬০০ এর বেশী নয়	৯২৫/-
যার বেতন টাকা ৩৬০০ এর বেশী কিন্তু ৩৭০০ এর বেশী নয়	৯৫০/-
যার বেতন টাকা ৩৭০০ এর বেশী কিন্তু ৩৮০০ এর বেশী নয়	৯৭৫/-
যার বেতন টাকা ৩৮০০ এর উর্ধ্বে	১০০০/-

৬) যৌথ বীমা তহবিল গঠন

সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের অধ্যাদেশ নং - ৩৯) এর বিধান অনুযায়ী সকল সরকারী ও ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে যৌথবীমার সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি যৌথ তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল পরিচালনার জন্য

উল্লিখিত অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিল বিধিমালা, ১৯৮২ প্রণয়ন করা হয়েছে। অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসিক মূলবেতনের ০.৭০% হারে সবোর্চ্চ ১৪/- (চৌদ্দ) টাকা যৌথবীমার প্রিমিয়াম হিসেবে আদায় করা হত। ১৯৮৫ সনে নতুন বেতন স্কেল প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বেতন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ সংশোধন করে যৌথবীমার প্রিমিয়ামের হার ০.৭০% বহাল রেখে ৩০/- (ত্রিশ) টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং বীমার অর্থের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়।

চ) চাঁদা আদায় ও সংরক্ষণ

১৯৮২ সনের কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিল অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী গেজেটেড কর্মকর্তার মাসিক বেতন বিল হতে প্রিমিয়াম কর্তন করা হয় এবং উক্ত প্রিমিয়াম মহা হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস হতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর মাধ্যমে যৌথবীমার তহবিলের হিসাব জমা হয়ে থাকে। নন-গেজেটেড কর্মচারীদের প্রিমিয়াম নির্ধারিত হারে সরকার যৌথবীমা তহবিলের অনকূরে প্রতি অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

ছ) যৌথবীমার দাবী পরিশোধ

কোন কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারের সদস্য বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে মৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর শেষ বেতনের ২৪ মাসের সম পরিমাণ অর্থ অনুর্ধ্ব ১.০০ (এক লক্ষ) টাকা যৌথবীমার দাবী হিসাবে পরিশোধ করা হয়। যৌথবীমার অর্থ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, যৌথবীমার তহবিল অফিসে সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। আবেদন পত্র পাওয়ার পর দাবীর কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বোর্ডের সচিব এর অনুমোদনক্রমে বীমার টাকা মঞ্জুর পূর্বক চেক/ব্যাংক ড্রাফট আকারে সংশ্লিষ্ট অফিসের মাধ্যমে প্রাপক / প্রাপিকার নিকট পাঠানো হয়।

কল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পির্কিত সুপারিশ

১) জেলা পর্যায়ে অফিস প্রতিষ্ঠাঃ জেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন করে কল্যাণমূলক কর্মসূচী সুবিধা সূদুর প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত কর্মচারীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য জরুরী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

২) আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধিঃ সরকারী কর্মচারীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনসহ অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান এবং নানাবিধ সমস্যা সমাধান কল্পে সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর এর বিভিন্ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য অধিক আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন। এ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলে শিক্ষা বৃত্তি চিকিৎসা, দাফন-কাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বরাদ্দের হার বাড়ানো সম্ভব হবে। এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে কর্মচারীদের দপ্তরে যাতায়াতের সুবিধার্থে ষ্টাফ বাস সংখ্যা ও সেবা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

৩) সরকারী কর্মচারীদের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল স্থাপনঃ সরকারী কর্মচারীদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকার ফুলবাড়িয়ায় অবস্থিত রেলওয়ে হাসপাতালের পরিত্যক্ত ভবনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি হাসপাতাল রয়েছে। উক্ত হাসপাতালটিকে উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে বর্দ্ধিতকরণ এবং সুচিকিৎসার জন্য সর্বপ্রকার সরঞ্জামাদি সরবরাহসহ একটি আধুনিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত থাকলেও ন্যূনতম সুচিকিৎসার জন্য কোন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়নি। অন্যদিকে, হাসপাতালে একটি পুরাতন এক্সরে মেশিন এবং এনেসথেসিয়া মেশিন আছে যা প্রায়শঃই বিকল অবস্থায় থাকে। ফলে, অপারেশন বা অন্য কোন রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না এবং সরকারী কর্মচারীগণ এ হাসপাতাল থেকে আধুনিক ও সুচিকিৎসা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও পুলিশ, বিডিআর সদস্যদের জন্য আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক হাসপাতাল রয়েছে যা থেকে তারা সকল ধরনের চিকিৎসা সুবিধা লাভ করে থাকে। ঐ সকল সংস্থার কর্মচারীদের ন্যায় সরকারী কর্মচারীদের জন্য একটি আলাদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। এ অবস্থায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাধীন বর্তমান হাসপাতালটিকে সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করে একে আধুনিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। আধুনিক যন্ত্রপাতির সমাহারসহ সাধারণ চিকিৎসা, সার্জিক্যাল বিভাগ, নাক-কান-গলা বিভাগ, কিডনী বিভাগ, গাইনী বিভাগ, হৃদরোগ বিভাগ, ডায়াবেটিকস বিভাগ, বক্ষব্যাধি বিভাগ, শিশু বিভাগ, ইমার্জেন্সী বিভাগ ও অন্যান্য সকল রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা এ হাসপাতালে করা যেতে পারে। এছাড়া এ হাসপাতালে সর্বাধুনিক মানের যন্ত্রপাতিসহ অপারেশন থিয়েটার, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী থাকবে এবং প্রত্যেক বিভাগের কেবিন ও ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত বেড (অন্ত তঃ ২০০ বেড) এর ব্যবস্থা থাকবে। এতে সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের কাঙ্ক্ষিত সুচিকিৎসার সুযোগ লাভে সক্ষম হবেন।

৪) দেশ- বিদেশে জটিল রোগের চিকিৎসা সাহায্যঃ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দেশে-বিদেশে জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য বর্তমানে রাজস্ব বাজেটে ৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ চিকিৎসা ব্যয় মিটানোর জন্য প্রতি আবেদনকারীকে সর্বোচ্চ ১.০০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রায় ১০(দশ) লক্ষ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে এ ধরনের আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা অনেক বেশী । এ অবস্থায় বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অতএব, এ খাতে রাজস্ব বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ অন্ততঃ দ্বিগুণ করা উচিৎ । এছাড়া বিদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যের সবোর্চ্চ পরিমাণ ১.০০ লক্ষ টাকা থেকে ২.০০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করার বিষয়ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকেও বিদেশে জটিল রোগের চিকিৎসা সাহায্যের আওতায় আনা প্রয়োজন।

৫) হাউজিং প্রকল্পঃ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাতে স্বল্প মূল্যে আবাসিক প্লট বরাদ্দ দেয়া যায় তার জন্য সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের অধীনে কল্যাণধর্মী হাউজিং প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। ঢাকা মহানগরীর নিকটবর্তী গাজীপুর জেলায় ও সাভারে সরকারী খাস জমি সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের অনুকূলে নামমাত্র মূল্যে বরাদ্দ করে উক্ত জমির উন্নয়ন ও প্লট তৈরী করে তা সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বরাদ্দ করা যেতে পারে। এতে সীমিত আয়ের সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে প্লট বরাদ্দ করা সম্ভব হবে এবং তাদের আবাসিক সমস্যা অনেকাংশে নিরসন হবে।

কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল সম্পর্কিত কতিপয় সুপারিশ

১) বিভাগীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণঃ বর্তমানে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা থেকে কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রম ও যৌথবীমা তহবিলের কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। বিভাগীয় বা জেলা পর্যায়ে এর কোন অফিস নেই। ফলে, এ তহবিল থেকে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য আবেদনকারীগণ যারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেন তাদের পক্ষে কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে যোগযোগের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সরকার বর্তমানে কাজকর্ম বিকেন্দ্রীকরণ তথা জনগণের দ্বার প্রান্তে পৌঁছানের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রমকেও প্রাথমিক ভাবে বিভাগীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা

যেতে পারে। এতে জেলা/বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের বর্তমানে অসুবিধা অনেকাংশে লাঘব হবে।

২) ভাতার হার ও মেয়াদ বৃদ্ধিঃ বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন যাত্রার ব্যয় এর তুলনায় কল্যাণ ভাতা ও যৌথবীমা তহবিলের বর্তমান হার অপ্রতুল । এ হারকে যুক্তিসংগত পর্যায়ে অর্থ্যাৎ অন্ততঃ দ্বিগুণ করা প্রয়োজন।

৩) হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সহজ ও আধুনিকায়নঃ কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিলের বর্তমান হিসাব সাধারণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। এ দু' তহবিল হতে প্রতি বছর গড়ে ৫০ কোটি টাকা বিভিন্ন কার্যক্রমের অধীনে কর্মচারীদের প্রদান করা হয়। এ বিরাট অংকের হিসাব আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিলে কম্পিউটার স্থাপন করা অতীব প্রয়োজন।

৪) স্বাস্থ্য বীমা স্কীমঃ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অনেক সময় নানাবিধ জটিল ও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু তাদের পক্ষে ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা ব্যয় বহন সম্ভব নয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একটি স্বাস্থ্য বীমা চালু করার বিষয়ে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায়। সরকারী কর্মকতা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যে স্বাস্থ্য বীমা স্কীম জরুরী ভিত্তিতে চালু করা প্রয়োজন।

উপসংহার

দেশের প্রশাসনিক উন্নয়নে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় সমৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ এর প্রতি সরকারী পর্যায়ে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কল্যাণ পরিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন কল্যাণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে গোষ্ঠি ভিত্তিক কল্যাণ কার্যক্রম , মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, চিকিৎসা ও অন্যান্য আর্থিক সংকটে সাহায্য, শিক্ষাবৃত্তি, পরিবহন সুবিধা, মাসিক কল্যাণ ভাতা ও যৌথ বীমা সুবিধা প্রদান অন্যতম। এ সকল কাযক্রম সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের উপর পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদন রাখছে। তবে, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির

পরিপ্রেক্ষিতে এখন যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয় তা' প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ পরিপ্রেক্ষিতে কার্যক্রমগুলোর জন্য আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অধিক হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সমস্যার সমাধানে হাউজিং প্রকল্প গ্রহণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল স্থাপন ও কল্যাণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুবিধার্থে প্রতি জেলায় কল্যাণ পরিদপ্তরের অফিস ও বিভাগীয় পর্যায়ে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ ও যৌথ বীমা তহবিল এর অফিস স্থাপন করা প্রয়োজন। এ সকল বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত জাতীয় উন্নয়নের সুদূরপ্রসারী অবদান রাখাবে।

পরিশিষ্ট-ক

বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রেণী ভিত্তিক জনশক্তির পরিসংখ্যান

(৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ পর্যন্ত)

	মন্ত্রণালয়/বিভাগ অনুমোদিত পদ	অধিদপ্তর/পরিদপ্তর /দপ্তর সমূহের অনুমোদিত পদ	স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্পোরেশনসমূহের অনুমোদিত পদ	মোট অনুমোদিত পদ
১ম শ্রেণী	২৩৩৩	৪৫,৬২৭	৫১,০১৭	৯৯,০৩১
২য় শ্রেণী	১০৮	১৭,৮৫২	২৮,৮৯১	৪৬,৮৫১
৩য় শ্রেণী	৪৭৬৭	৫,১৬,৮০৯	১,৩৯,৫২২	৬,৬১,০৯৮
৪র্থ শ্রেণী	২৮১৯	১,৩৯,৮০২	১,০২,৯১৮	২,৪৫,৫৩৯
সর্বশেষ	১০,০২৭	৭,২০,০৯০	৩,২২,৪০২	১০,৫২,৫১৯

উৎস ঃ পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা উইং স্থাপন মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট-খ

(১) বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী কল্যাণ কমিটি (কেন্দ্রীয়

১.সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় -চেয়ারম্যন
২.অতিরিঃ সচিব সংস্থাপন মন্ত্রণালয় -ভাইস চেয়ারম্যান
৩.প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর -সদস্য
৪.যুগ্ম- সচিব (প্রঃ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় -সদস্য
৫. যুগ্ম -সচিব, বাজেট অনুবিভাগ -সদস্য
(অর্থ বিভাগ) অর্থ মন্ত্রণালয়
৬. মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা -সদস্য
৭. মহা -পরিচালক, স্বাস্থ্য, অধিদপ্তর -সদস্য
৮. মহা-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর -সদস্য
৯. মহা-পরিচালক, পরিঃ পরিঃ অধিদপ্তর -সদস্য
১০. সেকশন চীফ, লোক প্রশাসন শাখা -সদস্য
১১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা -সদস্য
১২. আঞ্চলিক কল্যাণ কমিটিসমূহের চেয়ারম্যান -সদস্য
১৩. উপ-পরিচালক, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় -সদস্য
সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট
১৪. উপ-পরিচালক, সরকারী কর্মচারী -সদস্য
কল্যাণ পরিদপ্তর, বিভাগীয় কার্য্যালয়সমূহ
১৫. সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত -সদস্য
২ জন কর্মচারী প্রতিনিধি (১জন ৩য় শ্রেণীর ও
১জন ৪র্থ শ্রেণীর)
১৬. পরিচালক, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর, -সদস্য-সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

(২) আঞ্চলিক কল্যাণ কমিটি

১. বিভাগীয় কমিশনার	-চেয়ারম্যান
২. অতিঃ বিভাগীয় কমিশনার	-ভাইস-চেয়ারম্যান
৩. জেলা প্রশাসকগণ	-সদস্য
৪. পরিচালক, পরিঃ পরিঃ অধিদপ্তর	-সদস্য
৫. উপ-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	-সদস্য
৬. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা-অধিদপ্তর	-সদস্য
৭. উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	-সদস্য
৮. কালেক্টর, শুল্ক, অবগারী ও ভ্যাট	-সদস্য
৯. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিঃ	-সদস্য
১০. কমিশনার কর্তৃক মনোনীত ২জন কর্মচারী প্রতিনিধি (১জন ৩য় শ্রেণী ও ১ জন ৪র্থ শ্রেণী)	-সদস্য
১১. উপ-পরিচালক, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর,	-সদস্য সচিব
বিভাগীয় কায্যালয়সমূহ	-সদস্য সচিব

(৩) কেন্দ্রীয় শিক্ষাবৃত্তি ও চিকিৎসা সাহায্য উপ-কমিটি

১. যুগ্ম - সচিব (প্রঃ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-সভাপতি
২. অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপ-সচিব) পদমর্যদা সম্পন্ন)	-সদস্য
৩. উপ-সচিব (সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৪. শিক্ষা মন্ত্রণালায়ের একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
৫. সিভিল সার্জন, বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিক অথবা তার প্রতিনিধি (মেডিক্যাল অফিসার পদমর্যাদা সম্পন্ন)	-সদস্য
৬. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সংস্থান মন্ত্রণালয়, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।	-সদস্য
৭. ৩য় শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীগণের একজন প্রতিনিধি (সংস্থাপন মন্ত্রনালয় কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৮. ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীগণের একজন প্রতিনিধি (সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৯. পরিচালক, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর।	-সদস্য-সচিব

(৪) আঞ্চলিক শিক্ষাবৃত্তি ও চিকিৎসা সাহায্য উপ-কমিটি

১. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার	-সভাপতি
২. উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক কার্য্যালয় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর অথবা তাহার প্রতিনিধি (সহাকারী পরিচালক পদমর্যদা সম্পন্ন)	-সদস্য
৩. উপ-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যল্যায় অথবা তাহার প্রতিনিধি (সহকারী পরিচালক পদমর্যদা সম্পন্ন)	-সদস্য
৪. আঞ্চলিক হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	-সদস্য
৫. ৩য় শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীগণের একজন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৬. ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী গণের একজন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৭. উপ-পরিচালক, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর	-সদস্য-সচিব

(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কেবলমাত্র শিক্ষাবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত সভায় এবং সিভিল সার্জন বা তার প্রতিনিধি কেবলমাত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত সভায় উপস্থিত থাকবেন)

পরিশিষ্ট -গ

বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ এর অধীনে সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নামের তালিকা

১। বাংলাদেশ ট্রেডিং করপোরেশন (টি,সি,বি)
২। বাংলাদেশ চা বোর্ড;
৩। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ গবেষণাগার,
৪। বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন
৫। বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ,
৬। বাংলাদেশ হোমিও প্যাথি চিকিৎসা বোর্ড,
৭। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র,
৮। সরকারী ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিল ট্রাষ্টি।
৯। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো
১০। মংলা বন্দর কর্তপক্ষ (কেবলমাত্র প্রাক্তণ চালনা এ্যাংকোরেজ এর কর্মচারীদের জন্য),
১১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা যাদুঘর
১২। বাংলাদেশ ফার্মেসী পরিষদ,
১৩। গৃহ নির্মাণ গবেষণা ইনষ্টিটিউট,
১৪। আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থা।

১৫। পারমানবিক কৃষি ইনষ্টিটিউট
১৬। ক্যাডেট কলেজসমূহ
১৭। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং
১৮। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

তথ্য নির্দেশিকা

আকবর, মুহাম্মদ আলী (১৯৮০) আধুনিক সমাজ কল্যাণের দর্শন ও মূল্যবোধ। *সমাজ কর্ম সাময়িকী*। রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

খান, বজলুর রশীদ (১৯৯৬) সরকারী কর্মচারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কল্যাণ পরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমঃ সমস্যা ও সমাধান(অপ্রকাশিত)। ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৬) সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিলের বার্ষিক বিবরণী (অপ্রকাশিত)। ঢাকাঃ বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৬) বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৪-৯৫। ঢাকাঃ সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৫) আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন/ বিধিমালা, ঢাকা।

তালুকদার, মোঃ আবদুল (১৯৯৯) *সমাজ কল্যাণ পরিচিতি*। ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী।

Chowdhury D. Paul (1996*) Profile of Social Welfre and Developement* in India. New Delhi:M.N. Publishers.

Department of Health Education and Welfare (1965*) Soial Welfare in a Changing World.* Washington D.C.t-VII.

Encyclopaedia of Social Work (1965) The National Assoiation of Social Workers of U,S,A, New York.

GoB (1996) Statics of Civil officers and Staff of the Government of the people's Republic of Bangladesh. Dhaka: M/O Establishment.

Intorduction to Social Welfare (1967) 2nd edition. New Delhil:Prentice Hall.

Report of the Task Force on Bangladesh Development strategies for the 1990's vol,1.p104.Dhaka:UPL